সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে বিজ্ঞানের প্রচার

অরুণাভ দত্ত

অরুণাভ দত্তর জন্ম ২২ নভেম্বর, ১৯৯৬, হাওড়া। অনেক অল্প বয়সে লেখালেখির সূত্রপাত। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তাঁর প্রথম লেখা কল্পবিজ্ঞানের গল্প 'রূপান্তর' প্রকাশিত হয় আনন্দমেলা পত্রিকায়। এরপর দেশ, আনন্দমেলা, বর্তমান, শুকতারা, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের 'এ যুগের কিশোর বিজ্ঞানী' সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বর্তমানে বিজ্ঞানমনস্ক পাঠক ও বিজ্ঞানসচেতন সমাজ গড়ে তুলতে লেখক পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মতো বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন।

সংক্ষিপ্তসার

'তুমি তোমার ভবিষ্যতের পরিবর্তন না ঘটাতে পারলেও তোমার অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটাতে পারো'; তা হলে তোমার অভ্যাসই নিশ্চয় তোমার ভবিষ্যৎ বদলে দেবে - ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালামের এই বিখ্যাত উক্তিটি সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে বিজ্ঞানের গতিপথের অভিমুখ ঠিক করে দেয়। যুক্তিহীনতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কারই মানুষের অগ্রগতিকে ব্যহত করে। একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজে দাঁড়িয়েও আমরা গর্ব করে বলতে পারি না আমরা এক সুন্দর, সচেতন, বিজ্ঞানমনস্ক এবং উন্নত সমাজে বাস করছি। আমাদের সমাজের যুক্তিহীনতা, অন্ধতা, গোঁড়ামির কিছু নিদর্শন হল - ডাইনি সন্দেহে নিপীড়ন, নরবলি, ভূত, সাপের কামড়ে ওষুধ স্বরূপ অ্যান্টিডোটের বদলে ওঝার ঝাড়ফুঁক, গবাদি পশুর থেকে মানবদেহে সংক্রামিত অ্যানথ্রাক্স, ব্রুসোলোসিসের মতো ভয়ঙ্কর রোগ, যথেচ্ছ পরিমাণে অরণ্য নিধন, নদীমাতৃক দেশে বসবাস করেও নদীকে যথেচ্ছে পরিমাণে দূষিত করা, মাদক দ্রব্যের যথেচ্ছ ব্যবহারে যুবসমাজের বিপর্যয় ইত্যাদি। সমাজের সিংহভাগ মানুষই বিজ্ঞানবিমুখ, কারণ তাদের কাছে বিজ্ঞান শুধুই উচ্চশিক্ষার মাপকাঠি।

বিজ্ঞানের বাণী ও জনবিজ্ঞান আন্দোলন কেবল পারে সাধারণ মানুষকে এই তমসাচ্ছন্ন সংস্কারগুলি থেকে মুক্ত করে এক বিজ্ঞানমনস্ক, মননশীল, জাগ্রত চেতনাবোধযুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে। মানুষের অনিয়ন্ত্রিত অস্বাস্থ্যকর জীবনশৈলীকে সঠিক ও সুস্থতার মাপকাঠিতে বেঁধে রাখতে। তাই সমাজের দিকে দিকে সত্যস্বরূপ বিজ্ঞানের আলো নিয়ে যেতে হবে। । কিন্তু মানুষ ছাড়া কে বিজ্ঞানকে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে কাজে লাগাবে? তাই প্রয়োজন মুক্তমনা মানুষ। ন্যায়, যুক্তি বিচার করার ক্ষেত্রে মানবসমাজ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে তার পারদর্শিতা ও ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি করতে গেলে বিজ্ঞানকে আগে সর্বজনবোধ্য হতে হবে। বর্তমানে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রসারন ঘটানো ব্যপক হারে প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ। ' শহর, মফঃস্বল ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রচার, জনবিজ্ঞান আন্দোলন, প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে। শুধু বিজ্ঞান পড়লেই মননশীলতা অর্জন করা যায় না, বিজ্ঞানকে জনজীবনে প্রয়োগ করলেই মানুষ তাকে গভীর ভাবে অনুশীলন ও আত্মস্থ করতে শিখবে। জনবিজ্ঞান আন্দোলন যেমন রক্তদানকে সামাজিক উৎসব ও কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করতে পেরেছে, ঠিক তেমনই মরণোত্তর দেহদানের কাজটিকে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সমাজে অঙ্গীভূত করতে হবে। শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, চিকিৎসাক্ষেত্র প্রভৃতির উন্নতিকরণে বিজ্ঞান কর্মপদ্ধতি এবং মানুষের অবিজ্ঞানমনস্কতার জন্য পরিবেশের ক্ষতির দিকটি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে। যেমন সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর 'জেএনসিএএসআর' এর গবেষকেরা একটি স্টেম সেল প্রোটিন আবিষ্কার করেছেন, যা ব্লাড ক্যানসার নিরাময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিচ্ছে কিংবা পরিবেশ দূষণের কারণে হিমালয়ের হিমবাহ কীভাবে ধ্বংসের মুখে পড়ছে ইত্যাদি। সমাজে জনবার্তারূপে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ কালামের এই মহান উক্তিটি প্রচার করা হবে - 'মানবতার কাছে বিজ্ঞান একটি অমূল্য উপহার, আমরা এটিকে কখনই বিকৃত করব না'। মানুষ যখন পৃথিবীতে এসেছিল তখন সে ছিল এক বন্য জীব মাত্র। ক্রমে মানুষ মেরুদণ্ড সোজা রেখে দাঁড়িয়ে প্রকৃতি থেকে জ্ঞান আহরণ করেছে। নিজের অন্তরের প্রেরণাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চালিত করেই মানুষ এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছে। তাই বর্তমানেও সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে বিজ্ঞান ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।